পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২৬

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

আগস্ট ২০২৩

'পিকেএসএফ' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও 'পদক্ষেপ' এর নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ছাতিরচর ইউনিয়নে পদক্ষেপ এর সিবিও, 'লিপ' ও 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার ছাতিরচর ইউনিয়নে 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' এর 'LIFT' প্রোগ্রাম এবং "পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল ইইউ (পিপিইপিপি-ইইউ)" প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক সচিব ড. নমিতা হালদার (এনডিসি)। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, নিকলী উপজেলা নিবার্হী অফিসার শাকিলা পারভীন, পদক্ষেপ এর অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোঃ সামছুজ্জামান লেলিন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার ও সিনিয়র সহকারি পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারি পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান, ছাতিরচর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শামছুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

'পিকেএসএফ' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় প্রথমে 'স্বপ্নের সিঁড়ি নারী উন্নয়ন সংস্থা' এর 'সিবিও' কমিটির নেত্রীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। পরে প্রসপারিটি প্রকল্পের বাস্তবায়িত সেলাই প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন এবং শুঁটকি ব্যবসা; মা ও শিশু ফোরামে নবজাতক ও শিশু খাদ্য সম্পর্কিত 'Infant and Young Child Feeding (IYCF)' প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নারীদেরকে স্বাবলম্বী হতে বলেন এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন, শিশুদের ছয় ধরনের সুষম খাবার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি কার্যক্রমের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে নারী সদস্যদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলেন। পদক্ষেপ এর 'LIFT' প্রোগ্রাম ও 'প্রসপারিটি প্রকল্পের' বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়া পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় দিনব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তার লব্ধ অভিজ্ঞতা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, 'এফসিডিও' ও 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন' এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পটি ২০২০ সাল থেকে পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

“পদক্ষেপ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা”

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ১৯৮৬ সাল থেকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে চলেছে ‘পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র’। ৩৭ বছরে রূপান্তরিত অভিযাত্রায় সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে ৪ হাজারের অধিক কর্মী ও ৭ শতাধিক কার্যালয়ের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক নিয়ে সহযোগী হয়েছে ১ কোটির অধিক উপকারভোগীর ক্রমবিকাশমান উন্নয়নে। সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ ও অর্থায়ন সহযোগিতায় ‘সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষৎ নির্মাণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে ‘পদক্ষেপ’।

‘পদক্ষেপ’ দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে। সংস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ঢাকার বনানীতে অবস্থিত ‘লেকশোর কনভেনশন সেন্টারে’ সংস্থার ‘২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই বঙ্গবন্ধু’সহ ১৫ আগস্টে সকল শহিদের এবং সংস্থার যেসকল কর্মী প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস সূচনা বক্তব্য শেষে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, আগামীতে জুনের মধ্যে বাজেট চূড়ান্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী অর্থবছরে ৪৫০টি ব্রাঞ্চে উন্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল, লোকবল ও কর্মকৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলকে বকেয়া নিয়ন্ত্রণ, গ্রোথ ও ঋণস্থিতি ধরে রাখা, দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল অর্জন এবং কর্মী ড্রপ আউট নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিতে বলেন।

কর্মশালায় মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের পরিকল্পনার উপর কার্যপত্র উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে আয়-ব্যয় ও চলমান কার্যক্রমের বাজেট ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়। পরে উপস্থাপনার উপর দলীয়ভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণের আলোকে বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া গত অর্থবছরের সুপারিশ এর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন, টিম বিল্ডিং এর গুরুত্ব এবং উপকারিতা বিষয়ক দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা, সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স’সহ সকল কর্মসূচির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চিত্র ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন, গুণগত মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক দলীয় কাজ এবং কেইস স্টাডি এনালাইসিস, অটোমেশন বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সংস্থার সর্বস্তরে অনুকূল কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা, সংস্থার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি এবং কর্মী উদ্বুকরণ, সর্বস্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় করণীয় নির্ধারণ এবং আর্থিক ও ব্যবস্থাপকীয় অনিয়ম দূরীকরণে মাঠ পর্যায়ে আরো শক্তিশালীকরণ, সংস্থার রি-ব্রান্ডিং এর পরিকল্পনা ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালায় পদক্ষেপ এর গত অর্থবছরের সুপারিশের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চিত্র ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনা উপস্থাপন এবং বাস্তবায়ন, কর্মসূচির গুণগত মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক দলীয় কাজ উপস্থাপনা করেন সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। তিনি বলেন, সংস্থার উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের যেকোন নির্দেশনা তা যেন সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ে পৌঁছায় সে বিষয়ে সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি কর্মশালার ফিডব্যাক গ্রহণ এবং কর্মশালার আলোকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠান কোন দিকে এগুচ্ছে তা বুঝা যায়। আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছি ও উপকারভোগীদের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা দিচ্ছি এবং তাদের বাজার তৈরি করছি। এছাড়া আরও নতুন কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় তা নিয়ে সকলকে ভাবতে হবে। তিনি অটোমেশন বাস্তবায়ন এবং সংস্থার নতুন মূল্যবোধসমূহকে গুরুত্ব সহকারে ধারণ ও প্রচার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভালো সদস্য সংগ্রহের উপর সকলকে জোর দিতে বলেন। এছাড়া বহি:উৎস্য হতে তহবিলের নির্ভরতা কমিয়ে সঞ্চয়ের উপর জোর দিয়ে অভ্যন্তরীণ তহবিল বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। তিনি যথাসময়ে সকল অফিসের কার্য সম্পাদনের মানসিকতা নিশ্চিত করতে বলেন এবং গতানুগতিক প্রশিক্ষণের বাহিরে থেকে বের হয়ে প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মশালার সমাপনী বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সংস্থার পূর্বের তুলনায় প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রোগ্রাম উইংকে সরাসরি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা অর্জন এবং সংস্থার নিজস্ব প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি নতুন কোন প্রকল্প সংস্থায় যুক্ত হলে তার তথ্য সকল স্টাফদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি পোর্টফোলিও ডাইভারসিফাই করতে এবং গতানুগতিক চিন্তা বাদ দিয়ে নতুন আঙ্গিকে কার্যক্রমে ইনোভেশন আনার উপর জোর দেন। সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলে একসাথে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। সবশেষে তিনি সংস্থার উন্নতি ও অর্জনের জন্য প্রেসিডেন্ট মহোদয় ও পর্ষদ সদস্যদের নির্দেশনা ও পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও কর্মশালা সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সকলে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন এবং সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন এই প্রত্যাশা রেখে বক্তব্য শেষ করেন এবং দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো: সাইয়েদুল ইসলাম, অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো: সামছুজ্জামান, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ সরওয়ার মৃধা, প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দিক ও আনিস হোসেন চৌধুরি, ‘লিপ’ কর্মসূচির যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান এবং বিভিন্ন বিভাগের উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারি পরিচালক, সহকারি পরিচালক’সহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘বঙ্গবন্ধু’র ৪৮ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে পদক্ষেপ এর শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল’সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

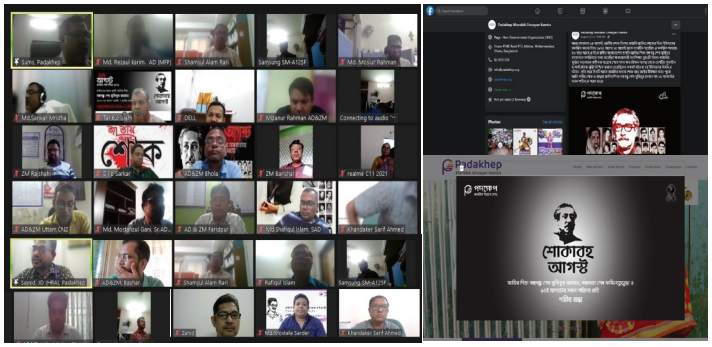

আগস্ট মানেই বাঙালি জাতির দুঃখ, কান্না আর লজ্জার এক অসহনীয় কষ্টের মাস। স্বাধীন বাংলাদেশে এ মাসে নেমে আসে বাঙালি জাতির উপর ভয়ংকর এক কালো থাবা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কলঙ্কিত এক অধ্যায় সূচিত হয় আগস্ট মাসেই। তাই আগস্ট এলেই শ্রদ্ধায় অবনত হয় বাঙালি, ডুকরে কেঁদে উঠে ভাবাবেগে, চারদিকে বাজে বেদনার গান আর শোকস্তব্ধ মানুষের ঢল নামে শোকের মিছিলে। প্রজন্মের কাছে পিতৃহীন স্বদেশের বেদনাবিধুর আর শ্রীহীন চিত্র তুলে ধরতে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালিত হয়। আর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে স্মরণের আবরণে মরণকে ঢেকে রেখে আমরা ঘাতকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার চেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলি এই দিনে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাকডাকা ভোরে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে পরিকল্পিত ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। খুনিরা সেদিন শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও তার পরিবার এবং নিকট আত্মীয়’সহ মোট ২৬ জনকে হত্যা করেছিল।

১৫ আগস্ট জাতির পিতা “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩” উপলক্ষে পদক্ষেপ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে। শোকের মাস উপলক্ষে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৫ আগস্ট প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু’র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একই সাথে দেশব্যাপী পদক্ষেপ এর জোন, এরিয়া, ব্রাঞ্চ ও প্রকল্প অফিস সমূহের কর্মীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন জেলায় র‍্যালি ও বঙ্গবন্ধু’র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়া সংস্থার সকল কার্যালয়ে দিনের শুরুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা; মাসব্যাপী সকল কর্মীদের কালো ব্যাজ ধারণ; সকল কার্যালয়ের সামনে মাসব্যাপী শোকের ড্রপডাউন ব্যানার প্রদর্শন; ১৫ আগস্ট স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে পদক্ষেপ এর অংশগ্রহণ; সুবিধাজনক স্থানে বিলুপ্তপ্রায় কমপক্ষে ১টি গাছ’সহ ৩টি বৃক্ষরোপণ ও তা পরিচর্যার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; মাঠ পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যবৃন্দ ও কর্মীদের বৃক্ষরোপণের আহবান জানিয়ে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ; স্থানীয় পর্যায়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ; সংস্থার ওয়েবসাইট ও সোস্যাল মিডিয়াতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; সংস্থার কার্যক্রমভুক্ত অস্বচ্ছল সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের “বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি” প্রদান। এছাড়াও “জাতীয় শোক দিবস” উপলক্ষে পদক্ষেপ ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক’সহ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় ‘‘বঙ্গবন্ধু’র জীবন ও কর্মের” উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম উইং এর সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ‘‘বঙ্গবন্ধু’র জীবন ও কর্মের” বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় পরিচালক মহোদয় বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা তিনি কোনো একটা বিশেষ দলের শুধু নেতা নন, তিনি সমগ্র জাতির একজন নেতা ও অভিভাবক ছিলেন। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ, বিগ্রহ, যত ঘটনা ঘটেছে তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুদেরকে এর মাশুল দিতে হয়েছে। এ ধরনের নিকৃষ্ট ঘটনা পৃথিবীতে কেউ কখনো চিন্তা বা ভাবনাতেও আনতে পারে না। মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা তাঁরা যেই ঘটনার স্বীকার হয়েছেন তা বিরল। এরপরও তাঁরা প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এটা একটা অনেক বড় মনের পরিচয়। আরেকটা বিষয় হলো স্বাধীনতার ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং আমাদের বাংলাদেশ পাওয়ার ইতিহাস দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তা বোঝাতে বা শেখাতে পারিনি। তাই আমি মনে করি আমাদের এখনো সময় আছে এসব ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানানো। তিনি আরও বলেন, জাতীয় শোক দিবস শুধু পালন করলেই হবে না, আমাদেরকে এর সঠিক ইতিহাসগুলো সকলের মাঝে জানানো ও বোঝানো এবং এর কুশীলবদের কুকীর্তিগুলো তুলে ধরাটা খুব বেশি জরুরি।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সকলকে স্বাগত ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অনেকেই বলে থাকেন কতিপয় বিপথগামী সদস্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এইটা কখনো বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই যে কিছু সেনা সদস্য মিলে ৩২ নাম্বারে মনিং ওয়ার্ক করতে এসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এটা একটা দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পিছনে অনেক মাস্টারমাইন্ড কাজ করেছে। আর সেভাবেই এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে। এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ও জানতে হবে এবং কারা এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে উপকৃত হয়েছে সেটাও আমাদেরকে পরিষ্কার করা দরকার। এখন সময় এসেছে এই বিষয়গুলোকে সকলের সামনে উন্মোচন করার এবং এগুলোকে সামনে নিয়ে আসার। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জেল হয়েছে এবং আদালত তাঁকে শাস্তিও দিয়েছে। পাকিস্তানে যখন ইমরান খানের এই মুভমেন্টটা হচ্ছে তখন ফেসবুকে একটা ট্রেন্ড হয়েছিল ‘ডোন্ট রিপিট সেভেন্টি ওয়ান’। পাকিস্তানে এই কথাটার প্রচলন আছে যে সেভেন্টি ওয়ানে তোমরা যে ভুল করেছিলে সেই ভুলটা আবার করো না, করলে একই ঘটনা আবার ঘটতে পারে। পাকিস্তানে যখন গণতন্ত্র হরণ হয় তখন সেখানকার টক-শোগুলোতে বিভিন্ন আলোচনায় বারবার বঙ্গবন্ধু’র কথা উঠে আসে। সেখানকার আলোচকগণ বলছিলেন যে ইমরান খান সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবকে অনুসরণ করেই আজকে রাজনীতিতে সফলতা অর্জন করেছেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের কিন্তু আমরা তাঁকে নিয়ে সেভাবে চর্চা করি নাই। অথচ পাকিস্তানে এখনো অনেক বাড়িতে বঙ্গবন্ধু’র ছবি টাঙিয়ে রাখা হয় এবং এটার প্রমাণও আছে। ভুট্টো একবার বলেছিলেন খ্যাতি আমার কাছে আসতে চায় কিন্তু আমার পাশ দিয়ে মুজিবের কাছে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই রকম একজন নেতা যিনি ছিলেন জনবান্ধব, যার নেতৃত্বে মানুষ হাসিমুখে জীবন দিতে পারতো। এরকম জননেতা ও রাষ্ট্রনায়ক আগে কখনো আসেনি আর আসবেও না। আমরা দুর্ভাগা জাতি যে আমরা তার শাসন আমল পাইনি। পরিশেষে তিনি বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা এবং তার পরিবারের সকল সদস্য যারা ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। আলোচনা শেষে ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী" যথাযথ মর্যাদায় পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরেই জন্ম হয়েছিলো শেখ কামালের। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ২য় ছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ কামালের জন্ম। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কলঙ্কিত এক অধ্যায় সূচিত হয় এই আগস্ট মাসেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাকডাকা ভোরে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে ২৬ বছর বয়সে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে শেখ কামালও নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে শহিদ হন। আগস্টেই তার জন্ম আবার এ মাসেই তিনি প্রথম শহিদ হয়েছিলেন।

এবারই প্রথমবারের মতো ৫ আগস্ট রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী"। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর পাশাপাশি 'পদক্ষেপ' যথাযথ মর্যাদায় জন্মবার্ষিকীটি পালন করে। এ উপলক্ষে 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিলো, ঢাকার ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ; জন্মবার্ষিকী উদযাপন বিষয়ক ব্যানার প্রস্তুত করে সংস্থার সকল কার্যালয়ের দেয়াল/অফিসের সামনে দৃশ্যমান/উন্মুক্ত স্থানে মাসব্যাপী প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে ভার্চুয়ালি শেখ কামাল এঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল।

উল্লেখ্য, শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে একজন সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া অনুরাগী ইত্যাদি। ছোটবেলা থেকেই সব ধরনের খেলাধুলায় প্রচন্ড আগ্রহ ছিল তাঁর। অবিভক্ত পাকিস্তানের অন্যতম উদীয়মান পেসার ও বাস্কেটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। শুধু খেলাধুলাই নয়, পড়াশোনা, সঙ্গীতচর্চা, অভিনয়, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা থেকে শুরু করে বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা'সহ সবখানে তাঁর বিচরণ ছিল অনবদ্য। ছায়ানটের সেতারবাদক বিভাগের মেধাবী ছাত্র শেখ কামাল 'ঢাকা থিয়েটারের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধর্মীয় উগ্রতার দোহাই দিয়ে ৬৯ সালে পাকিস্তানি জান্তা সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় তার প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠল রবীন্দ্র সঙ্গীত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে যেখানে যখনই সুযোগ পেতেন, তখনই বিশ্বকবির গান গেয়ে প্রতিবাদের অসাধারণ উদাহরণ রাখতেন তিনি। তিনি সে সময় রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি খ্যাতিমান শিল্পী জাহিদুর রহিমকে দিয়ে বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানে গাওয়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শেখ কামাল ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে ৬ দফা ও ৯১ দফা আন্দোলন এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন।

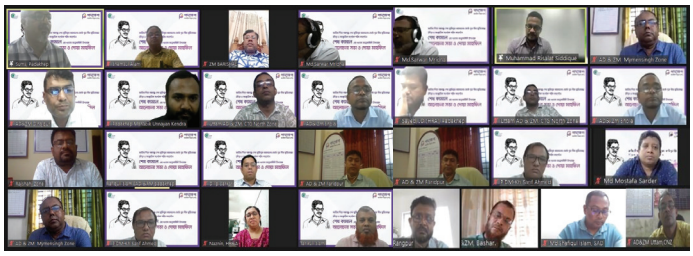

শেখ কামাল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। এছাড়া তিনি যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর সহকারি ডি-ক্যাম্প (এডিসি) হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি মুক্তিবাহিনী গেরিলা সংগ্রামের একজন সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যুদ্ধকালীন কমিশন পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শেখ কামালের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতার পর তিনি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং সমাজবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে স্নাতক পাশ করেন। তিনি রাজনীতিতে স্বাধীনতার আগে ও পরে থেকে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন। যুদ্ধে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশ পুনর্গঠনে নিজের অসামান্য মেধা আর অক্লান্ত কর্মক্ষমতা নিয়ে পিতার ডান বাহু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন শেখ কামাল। স্বাধীনতার পরে দেশে ফিরেই আবাহনী সমাজকল্যাণ সংস্থা গড়ে তোলেন এবং ১৯৭২ সালে সংস্থার নামে ইকবাল স্পোর্টিং থেকে ফুটবল দল এবং ইস্পাহানী স্পোর্টিং থেকে ক্রিকেট ও হকি দল ক্রয় করেন। এগুলোর সমন্বয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র নামে একটা ক্লাবের। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এই খেলাগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন কামাল। অন্যদের ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া তার অন্যতম ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল। জাতির পিতার সন্তান হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, মার্জিত, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল। কেউ কোনোদিন কোন সাহায্যে তার কাছে এসে বিফল মনোরথে ফিরে গেছেন বলে তার শত্রুরাও কোনোদিন বলতে পারবে না। সেই শেখ কামালের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ফাঁদলো একের পর এক সাজানো মিথ্যে বানোয়াট গল্প। যে গল্পের নিখুঁত পরিবেশনায় কোন ফাঁক ছিল না, অকল্পনীয় নিরেট মিথ্যায় মোড়ানো সেই গল্পগুলো যে মিথ্যে ছিল তা ধীরে ধীরে জানতে পেরেছে দেশের সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ জ্ঞানটুকু দেরীতে হলেও মানুষ পরে বুঝতে পেরেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মম ব্রাশফায়ারে শহিদ হওয়ার আগের মাসে বিয়ে হয়েছিল শেখ কামাল আর সুলতানা কামালের। রূপকথার চেয়েও অসম্ভব সুন্দর তাদের ভালোবাসার পরিণয় স্থায়ী হয়েছিল মাত্র একমাস। সৃষ্টি আর সম্ভাবনার গল্পে ঠাসা তার ২৬ বছরের অতি ক্ষুদ্র জীবনকে তিনি অসামান্য সব কর্ম দিয়ে সাজিয়েছিলেন, মাতৃভূমির ইতিহাসের অন্যতম সূর্যসন্তান হিসেবে নিজেকে চিনিয়ে গিয়েছিলেন অসম্ভব বিনয় আর সারল্যে। তার জন্ম ও কর্মময় জীবন সকলের কাছে অতুলনীয়। বঙ্গবন্ধুর মতোই তেজোদীপ্ত আওয়াজ এবং বঙ্গবন্ধুর ছেলে হয়েও তিনি কোন মন্ত্রী-এমপি হননি। তিনি হয়েছিলেন মানুষের বন্ধু, মানবতার প্রতীক।

AqDP প্রকল্পের আওতায় পদক্ষেপ কনসোর্টিয়ামের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

Aquaculture Development Project (AqDP) প্রকল্পের আওতায় পদক্ষেপ কনসোর্টিয়ামের ৩৫ তম সমন্বয় সভা গত ৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্রেডিট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) এর নির্বাহী পরিচালক মো: আব্দুল আউয়াল। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস ও পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থার মধ্যে ফরিদপুর ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এফডিএ) এর নির্বাহী পরিচালক মো: আজহারুল ইসলাম, দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস) এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু জাফর, স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা (দিশা) এর নির্বাহী পরিচালক মো: রবিউল ইসলাম, এইড ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ, আত্মবিশ্বাস এর পরিচালক মো: রফিকুল হাসান জোয়ার্দার, কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস) এর কো-অর্ডিনেটর মো: নাসির উদ্দিন এবং AqDP প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম। সভার শুরুতে পদক্ষেপ কনসোর্টিয়াম এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান এবং ৩৫তম সমন্বয় সভার কার্যপত্র অনুযায়ী সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভায় "পদক্ষেপ কনসোর্টিয়াম" এর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক AqDP কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য, পদক্ষেপ কনসোর্টিয়াম এর লিড এনজিও হিসাবে "পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র" ২০০২ সাল থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি জেলার ৮টি স্থানীয় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে AqDP প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দরিদ্র মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে "পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল ইইউ (পিপিইপিপি-ইইউ)" প্রকল্পটি পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা।

প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিকলি ইউনিটে নিকলি সদর, কারপাশা ও ছাতিরচর, ও দামপাড়া ইউনিয়নে গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে 'স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ৩৩ জন অগ্রসরমান অতি দরিদ্র সদস্যকে শুঁটকি উৎপাদনের জন্য শুঁটকি, মটকা, মশারি, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, ছাতা, চাকু, এ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয় । এছাড়া ছাতিরচর ইউনিয়নে গত ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় 'বসত বাড়িতে বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদন' বিষয়ক কার্যক্রম এবং ইউনিয়নের ২ জন সদস্যকে বিভিন্ন ফলের গাছ ও সবজি বীজ প্রদানের পাশাপাশি বেড়া দেওয়ার জন্য নগদ টাকা প্রদান করা হয়। অপরদিকে ছাতিরচর ও গুরুই ইউনিয়নে ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ২ জন অগ্রসরমান সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য ভ্যানগাড়িসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমগুলোতে প্রকল্পের ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপন

প্রসপারিটির প্রকল্পের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপজেলায় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৩ পালন করা হয়। সরকারি প্রোগ্রামের সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের র‍্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়। গত ১-৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত উক্ত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হল রুমে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, ডাক্তার, নার্স ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রসপারিটি প্রকল্পের উকারভোগীরা উপস্থিত থেকে দিনটি পালন করে।

সিজি গ্রুপের সদস্যদের ওরিয়েন্টশন

প্রকল্পের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিকলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কমিউনিটি ক্লিনিক (সিজি) গ্রুপের সদস্যদের ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সজীব ঘোষ, মেডিকেল অফিসার নাসরিন আক্তার ও বিভিন্ন সিজি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ মহবুবুর রহমান'সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশেষায়িত (গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য) এবং কৈশোর কালীন স্বাস্থ্যক্যাম্প

প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম ইউনিটের বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের রতানি গ্রামে ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প (গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য) এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৯৩ জনকে বিনামুল্যে সেবা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। এছাড়া পুর্ব-অষ্টগ্রাম ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামে অদ্য ১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে কৈশোর কালীন বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৫৯ জন কিশোরী'সহ সর্বমোট ১২৯ জনকে বিনামুল্যে সেবা এবং তাদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্প ২টি পরিচালনা করেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মো ইউসুফ আলী।

মা ও শিশু ফোরামের সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা

প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় 'প্রসপারিটি মা' ও 'শিশু ফোরাম' সদস্যদের এবং অভিভাবকদের মাঝে ৩টি জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন, মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের অভিভাবকগণ (স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, বাবা এবং মায়েরা)। সভাগুলোর মাধ্যমে পরিবারে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে, কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে ও শিক্ষায় গৃহস্থালির কাজে অংশগ্রহণ পারিবারিক বিষয় নারী ও পুরুষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা

প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় ৩টি কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী) এর আয়োজন করা হয়। সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোর এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ। সভায় পরিবারে নারীর কাজ, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বিশ্রাম ও বিনোদন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ফসল চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে মিঠামইন ইউনিটের ঘাগড়া ইউনিয়নে উচ্চ মূল্যের নিরাপদ সবজি উৎপাদন এর উপর ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ সদস্যকে নিয়ে ফসল চাষভিত্তিক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সবজি উৎপাদনের উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন মিঠামইন উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মাহাবুব আলম।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং দ্রুত এর আকার দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও বিগত কয়েক দশকে এটি অপেক্ষাকৃত শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫.১% অনানুষ্ঠানিক খাতে সম্পৃক্ত (Labour Force Survey, ২০১৬-২০১৭) এবং দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫৬% ছোট উদ্যোগসমূহে সম্পৃক্ত।

প্রতি বছর ২০ লক্ষের অধিক তরুণ-তরুণী শ্রম বাজারে যুক্ত হচ্ছেন যার অধিকাংশই অদক্ষ অথবা স্বল্প দক্ষ। দেশের শহর ও শহরতলি অঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোট উদ্যোগসমূহকে স্বল্প-উৎপাদনশীল প্রযুক্তির ফাঁদ (Low-technology Trap) ও স্বল্প-মজুরির চক্র হতে বের কর ে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ২০২২ সাল থেকে ৭০টি সংস্থা সমগ্র দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি "রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। 'রেইজ' প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকার বাস্তবায়ন করছে। 'পিকেএসএফ' এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ রেইজ প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠি।

এই প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক মোট ৬৯টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলো গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে অগাস্ট ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের কর্ম-এলাকার ১০টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া। প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ব্যবহারিক গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয়ের হিসেবে ও ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন রেইজ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ।

এছাড়া শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক কর্মএলাকায় মোট ৩৫ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট ২০২৩ মাসে মোট ৬৯ জন শিষ্য/শিক্ষাণবিশকে জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো, স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিক-ভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা; ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিকী, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সি: সহকারী পরিচালক আজিমুল ইসলাম প্রমুখ। অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

আগস্ট ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৪০ জন কর্মীকে ৪৮,১৪,২৩৬/- টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪০ জন কর্মীকে ১,৪৮,৩০৯/- টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৪১ জনকে ১১,৬৭,০৮৪/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৭ জনকে ১,৬১,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

আগস্ট মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৩৬৩ জন

আগস্ট ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ২৯২ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে "বেসিক ওরিয়েন্টেশন" বিষয়ে এবং ৬৭ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে "দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি: উৎস 'সিডিএফ' কর্তৃক আয়োজিত পদক্ষেপ এর ২ জন ম্যানেজারকে Financial Statements, Tax VAT & Regulatory Requirements বিষয়ে এবং ১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে Promoting Leadership in Microfinance Institutions বিষয়ে এবং 'পিকেএসএফ' কর্তৃক ১ জন সহকারি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব)কে Accounting for Non-Accountants (AFNA) বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৭৪৪ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগস্ট ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৪টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৭৪৪ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৫টি সভা ও পরীক্ষা এবং ৬টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ২৩১টি

আগস্ট ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ২৩১ জন গ্রাহককে ১০৫.০১ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৯,৬১৩ জন গ্রাহককে ৫১৪.৩৫ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১১৩ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

আগস্ট ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ৯৩ জন সিএম-১ ও সিএম-২ পদে ২০ জন'সহ মোট ১১৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে কিশোরগঞ্জ জোনে ১ জন, কুমিল্লা ২৪ জন, বি-বাড়িয়া ৩১ জন, ময়মনসিংহ ৩ জন, রাজশাহী ৬ জন, পটুয়াখালি ৪ জন, যশোর ৪ জন, রংপুর ১১ জন, ভোলা ৪ জন, ফরিদপুর ৩ জন, দিনাজপুর ১২ জন ও বরিশাল জোনে ১০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

'চট্টগ্রাম পার্বত্য জোন' ও 'ঢাকা উত্তর জোন' নামে ২টি জোন এবং রাঙ্গামাটি এরিয়া নামে নতুন ১টি এরিয়া গঠন, এছাড়া রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারি এরিয়া পুনঃবন্টন

পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় আগস্ট ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ২টি জোন ও ১টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন হয়েছে। এরমধ্যে 'চট্টগ্রাম পার্বত্য জোন' নামে ১টি ও চলমান ঢাকা জোনকে পুন:গঠন করে 'ঢাকা উত্তর জোন' নামে আরও ১টি নতুন জোন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটি এরিয়া নামে নতুন ১টি এরিয়া গঠন এবং রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারি এরিয়াকে পুনঃবন্টন করা হয়েছে। এরমধ্যে 'চট্টগ্রাম পার্বত্য জোনে' খাগড়াছড়ি, মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি ও ভুজপুর (প্রস্তাবিত) এরিয়া এবং 'ঢাকা উত্তর জোনের' আওতায় গাজীপুর, নরসিংদী, শ্রীপুর ও সাভার এরিয়া এবং এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন ব্রাঞ্চগুলোতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ি নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org